১৭৬

ভোরের কাগজ

তারিখ ... JAN. 30.1999 ... ...
পৃষ্ঠা: ১২ কলাম: ৩ ......

ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পেশ

বরিশালে শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের যৌন হয়রানির অভিযোগ প্রমাণিত

বরিশাল প্রতিনিধি : বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজের দর্শন বিভাগের একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে ঐ কলেজের ছাত্রীদেরকে যৌন হয়রানি করার অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে বলে জানা গেছে। অভিযোগ তদন্তের জন্য গঠিত কমিটির প্রতিবেদনে অভিযুক্তের আচরণ 'শিক্ষকসুলভ নয়' বলে মন্তব্য করা হয়। তদন্ত কমিটি গত ১৫ জানুয়ারি কলেজের অধ্যক্ষের কাছে রিপোর্ট প্রদান করে এবং তা গত ২৪ জানুয়ারি বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঢাকায় উচ্চ শিক্ষা বিভাগের মহাপরিচালকের দপ্তরে পাঠানো হয় বলে জানা যায়।

শিক্ষা অধিদপ্তরের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি সূত্র জানায়, তদন্ত কমিটির কাছে সাক্ষ্যদানকালে ঐ কলেজের স্নাতক শেষ বর্ষের অন্তত ছয়জন ছাত্রী দর্শন বিভাগের শিক্ষক অবনীভূষণ নাথের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ উত্থাপন করে। জানা গেছে, সাক্ষ্য দেওয়ার সময় অনেক ছাত্রী লজ্জা ও ভয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে। তদন্ত কমিটির একমাত্র মহিলা সদস্যার কাছে পূর্বস্ত সবকিছু খোলাখুলি বলতেও তারা ছিল দ্বিধান্বিত। লোডশেডিঙের সময় অভিযুক্ত শিক্ষকের সঙ্গে একান্ত নিভৃতে থাকতে বাধ্য হওয়া ছাত্রীকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য খুঁজে পাওয়া যায়নি। অভিযুক্ত শিক্ষক রিপোর্ট চাপা দিতে ব্যর্থ হয়ে এখন যশোর বোর্ডের উপপরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পদে বদলির জন্য তদবির করছেন বলে জানা গেছে।

সূত্র জানায়, তদন্ত কমিটি প্রায় দীর্ঘ দেড়মাস এ বিষয়ে তদন্ত এবং অভিযোগকারী ছাত্রীদের বক্তব্য শোনে। এ সময়ে তদন্ত কমিটির একজন সদস্য অভিযোগকারী ছাত্রীদের ভয়-ভীতি ও প্রলোভন দেখান এবং কলেজের বাইরের একটি বিশেষ মহল বিভিন্ন চাপ সৃষ্টি করে তদন্তে বাধা ও বিপথগামিতা সৃষ্টির চেষ্টা করে। এমনকি, ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন ছাত্রীদের এনে অভিযুক্তের পক্ষে সাফাই সাক্ষ্য দেওয়ানো এবং পক্ষে সাক্ষ্যদাতাদের পরীক্ষা হলে বিশেষ সুবিধাদান ও বিপক্ষে সাক্ষ্যদাতাদের হয়রানি করা হয় বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। তদন্ত কমিটি অভিযুক্ত শিক্ষকের মাদকসেবনের আড্ডাগুলোতে এবং পারিবারিক পর্যায়ে কোনো খোঁজখবর নেয়নি। কলেজে এখনো সন্ধ্যার পরে ছাত্রী পড়ানো বন্ধ হয়নি।

কলেজের অধ্যক্ষের নির্দেশে একই কলেজের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের চেয়ারম্যান নাসিরউদ্দিন খানকে প্রধান করে গঠিত ৬ সদস্যের তদন্ত কমিটির অন্য সদস্যরা ছিলেন : হোস্টেল সুপার ও অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান মোঃ সিরাজুল ইসলাম, পদার্থবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান ও স্টাফ কাউন্সিলের সেক্রেটারি নূরুল হক, শিক্ষক ক্লাবের সম্পাদক ও রসায়নবিদ্যার ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান গোপেশ্বর সাহা, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান নূরুন্নাহার বেগম এবং কলেজের প্রবীণতম শিক্ষক ও উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের প্রদর্শক মাওলা বক্স তালুকদার।

এ ব্যাপারে কলেজের অধ্যক্ষ ও তদন্ত কমিটির সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পেশ এবং ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তা শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণের কথা স্বীকার করলেও ঐ রিপোর্টের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু জানাতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেন।

এদিকে, একই কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন বেসরকারি কলেজে চাকরি দেওয়ার নাম করে হাজার হাজার টাকা আদায় করে উধাও হয়ে যাওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। বরিশালের মহিলা কমিশনার বেগম হুনুফা এসব দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।